দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT 1 8 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

153

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা আর ওসমানী উদ্যান—সর্বত্রই জেদ?

নির্মল সেন

সাধারণ জীবনে জেদ খুব একটা কাজে আসে না। একবার জেদে পেয়ে বসলে নতুন জেদের জন্ম হয়। এ ধরনের জেদ বৈঠকখানার আলোচনায় বা রান্নাঘরের বিবাদে খুব একটা বেমানান নয়। আবার বেমানান নয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। সিদ্ধান্ত সঠিক হলে জেদ পূরণের স্বভাব অনেক সময় প্রশংসা পায় এবং কাজেও আসে। কিন্তু জেদ যদি শুধুমাত্র নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়ার মূল শক্তি হয় তাহলে দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ।

আমার মনে হচ্ছে, সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষমতাসীন সরকার ওসমানী উদ্যান নিয়ে জেদের রোগে ভুগছে। ক'দিন আগে কাগজে পড়েছি ১৩, ১৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট। আবার ঐদিন দু'টি পরীক্ষার তারিখ। প্রশ্ন উঠেছিল বরাবরের মতো কি এবারও পরীক্ষার তারিখ সরিয়ে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিল যে, এই দুই তারিখের পরীক্ষা সরানো হলে ভয়াবহ সেশন জট দেখা দেবে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশন জটে পেয়ে বসেছে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু এ দু'দিনের পরীক্ষা সরানো হলে আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কোন উপায়ে হোক পরীক্ষা নিতে হবে। নতুন করে সেশন জট সৃষ্টি করা যাবে না। এবার আর পিছনে ফিরবার অবকাশ নেই।

এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার মতানৈক্য নেই। কিন্তু মতানৈক্য আছে যে কোন উপায়েই হোক পরীক্ষা নিতে হবে—এ ধরনের মনোভাবের সাথে। আদৌ কি এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরিবেশ এখন শিক্ষাঙ্গনে আছে? প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই বলবে যে, তাহলে কি এই ছাত্রদের অযৌক্তিক দাবি আমাদের মেনে নিতে হবে? এভাবেই কি দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাবে। কোন দিনই কি কোন কিছুর বিরুদ্ধে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে দাঁড়ানো যাবে না?

আমি বলব, এ মতের সাথেও আমার মতানৈক্য নেই। কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টি না করে এ ধরনের ভাল ভাল চোখা চোখা কথা কাজে আসবে কি? কোন দিন এসেছে কি? সর্বকালেই বুমেরাং হয়েছে মাত্র।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটকে সমস্যাটি একটি ভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করতে বলব। প্রথম ভেবে দেখতে হবে এ ধর্মঘটের কারণ কি? বিশেষ করে ১৩ অক্টোবরের ধর্মঘটের কারণ সকলেরই জানা আছে। এ ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল অনেক আগেই। সমঝোতার মাধ্যমে এ ধর্মঘটের তারিখ সরাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল আলোচনার উদ্যোগ নেয়া। ১৩ অক্টোবরের ধর্মঘট ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে নিয়ে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ফী বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সমঝোতা হলে নিশ্চয়ই কেউ এ ধরনের ধর্মঘট ডাকত না। এবং আমার বিশ্বাস, দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলে ধর্মঘটের তারিখ নিয়ে একমত হওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। তাই আমার মূল কথা হচ্ছে সেখানে। আমরা সকলেই জানি এ ধরনের ধর্মঘটের তারিখ সরানো খুব সহজসাধ্য নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সবাই জানেন। সিন্ডিকেটের সকল সদস্যই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অনেকে দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িতও ছিলেন। তাঁরা সকলেই জানেন একটি ঘোষিত ধর্মঘটকে প্রত্যাহার করানো খুব কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ধর্মঘট ঠেকাবার চেয়ে ধর্মঘট করা অনেক সহজ। আর একবার ধর্মঘট ডেকে ফেললে— কোন কিছু দাবি না পেলে সেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের নজির কি আমাদের দেশে আছে। যাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরাও তো নিজের জীবনে এমন কাজই করেছেন। কথাটা সত্য নয় কি?

এ জেদ সংশয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। মানুষ ভাবতে বাধ্য হয় যে, নাম সম্মেলনের নামে ওসমানী উদ্যান নয়, ওসমানীর নামটি মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে না তো। এ ধরনের ভাবনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আশা করব, এ ধরনের জেদ যেন নতুন বিভ্রান্তি ও সংশয়ের সৃষ্টি না করে। কারণ এমনিতে আজ আমরা খুব ভাল নেই

এবার একটি ভিন্ন প্রশ্নে আসা যাক। আমরা সবাই মনে করে নিলাম, এ ধর্মঘট ঠেকাতেই হবে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তই কি চূড়ান্ত। এটা তো আদমজী বা সড়ক পরিবহনের ধর্মঘট নয় যে ইচ্ছা হলেই পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিলাম। এখানে মুখ্য প্রশ্ন- ধর্মঘট ঠেকানো নয়, পরীক্ষা গ্রহণ। যেখানে একদল ছাত্র বলেছে— পরীক্ষা ঠেকাবে। কর্তৃপক্ষ বলেছে—পরীক্ষা নিতেই হবে এবং নিঃসন্দেহে এই দুই দলের বিবাদের মুখে সেখানে পুলিশ বাহিনী আসবে। তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা বলুন—এই লাঠালাঠির মুখে কি কোন অভিভাবক তার সন্তানকে পরীক্ষা দেবার জন্য পাঠাবে। আর পরীক্ষা তো লাঠিসোটা নিয়ে হয় না। একটি নিশ্চিত নিরাপদ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু আপনারা এমন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথম থেকে সকল পরীক্ষার্থীর মনেই অস্বস্তি সৃষ্টি হলো এবং দুর্ভাবনা শুরু হলো। আপনারা এমন কৃতিত্ব দেখালেন যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নয়— আদৌ পরীক্ষা হবে কিনা এই দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হলো। এ পরিবেশে কি পরীক্ষা হয়। এ পরিবেশে কি পরীক্ষা দেয়া যায়। পুলিশ পাহারা দিয়ে পরীক্ষা নেয়া যায়, কিন্তু তাতে পরীক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় না কি। এ কথা তো শিক্ষকদের বুঝবার কথা। আপনাদের কি অনুধাবন করা উচিত ছিল না যে, ছাত্রদের সিদ্ধান্ত বাতিল না হলে আর আপনাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সংঘর্ষের পরিবেশ নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেয়া বা পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়। আমি বুঝতে অক্ষম এর পরও আপনারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন। আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন। অঘটন ঘটল। কেউ কেউ পরীক্ষা দিল। আবার কেউ কেউ পরীক্ষা দিতে পারল না। নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলো পুরনো পরীক্ষা নিয়ে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার পরিবেশ ছিল না। ইচ্ছা থাকলেও অনেকে পরীক্ষা দিতে পারেনি। পুলিশের বাড়াবাড়ি দেখার মতো ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের ব্যাপারে পুলিশের বাড়াবাড়ি করার অবকাশ ছিল না। আপনাদের সিদ্ধান্তের কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, এই পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ছাত্র গ্রেফতার হলো।

এখন কি হবে তা কর্তৃপক্ষ বলবেন কি? অনিবার্য কারণেই আপনারা পরীক্ষা নিতে পারলেন না। ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে পরীক্ষা যে শান্তিপূর্ণ হবে না তা জেনেশুনেও আপনারা ব্যর্থতার গ্লানি ডেকে এনেছেন এবং আপনারা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। আপনারা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। অনেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি এবং এদের নতুন করে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনাদের ব্যর্থতার শিকার নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীরা হবে না। একটা সামান্য পরীক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস জেনেও আপনারা ছাত্রদের সাথে যে সংগ্রামে নেমেছিলেন আমার মনে হয় সেটা আপনাদের এক ধরনের জেদ। আপনাদের জেদের জ ন্য ই বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসুল দিতে হবে। এই স্থগিত পরীক্ষা দেয়া—না দেয়া নিয়ে আপনারা নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করতে গেলে হয়ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অশান্ত হবে।

এমনটি হবে তা আমি ভাবিনি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের প্রায় সকলকেই চিনি। ভেবেছিলাম জোর জবরদস্তি করে কোন সিদ্ধান্ত আপনারা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি আপনাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করি। আপনাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তেমন করে আমরা দেশটাকে গড়তে পারিনি। সৃষ্টি করতে পারিনি অনুকূল পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। এটাই আজকের বাস্তবতা। ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে এই বাস্তবতাকে মোকাবিলা করতে হবে এবং এই মনোভাব নিয়ে না এগোলে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা যে কাজটি করেছেন তাতে ১৯৭১ সালের কথা মনে পড়ে। সেদিনও পুলিশ পাহারায় পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। বুমেরাং হয়েছিল। উদাহরণটা খুব দুর্ভাগ্যজনক বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আমার ধারণাটা থেকেই গেল যে, আপনাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার যুক্তিহীন জেদই এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম দিয়েছে। আপনারা ভাবতে চেষ্টা করেননি যে, আপনাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আর একটি পথ আছে।

ওসমানী উদ্যান ॥ আরেক জেদ

ঠিক এই একই ধরনের জেদ দেখছি ওসমানী উদ্যান দিয়ে। ওসমানী উদ্যানের গাছ কেটে ওখানে জোটনিরপেক্ষ অর্থাৎ নাম সম্মেলন কেন্দ্রের ব্যবস্থা হবে। ঢাকার নাগরিকরা এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে। তারা বলেছে ঢাকায় নাম সম্মেলন হোক তবে ওসমানী উদ্যানে নয়। ঢাকার আশপাশে যে কোন জায়গায় নাম সম্মেলন কেন্দ্র হলে সবাই সহযোগিতা করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য এখন মনে হচ্ছে নাম সম্মেলন হোক আর না হোক ওসমানী উদ্যানই বুঝি থাকছে না। ওসমানী উদ্যানে তিতাস গ্যাসের ভবন ও পুলিশের জন্য ভবন নির্মাণ হচ্ছে। অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ওসমানী উদ্যান নামক সবকিছু।

আর আমার মনে হচ্ছে, এটাও একটা জেদ। এ জেদ সংশয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। মানুষ ভাবতে বাধ্য হয় যে, নাম সম্মেলনের নামে ওসমানী উদ্যান নয়, ওসমানীর নামটি মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে না তো। এ ধরনের ভাবনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আশা করব, এ ধরনের জেদ যেন নতুন বিভ্রান্তি ও সংশয়ের সৃষ্টি না করে। কারণ এমনিতে আজ আমরা খুব ভাল নেই।